'অত্যন্তসংযোগে' অর্থাৎ ব্যাপ্ত্যর্থে, 'অপবর্গে' অর্থাৎ সমাপ্তি বা ফলপ্রাপ্তি বুঝাইলে, 'কালাধ্বনোঃ' অর্থাৎ কালবাচক ও অধ্ববাচক শব্দের উত্তর 'তৃতীয়া' বিভক্তি হয়। ইহাই সূত্রার্থ। শুধু ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া হয়, কিন্তু 'ফলপ্রাপ্তি' বুঝাইলে **ব্যাপ্ত্যর্থে ৩য়া হইয়া থাকে,** ইহাই 'অত্যন্তসংযোগে ২য়া' ও 'অপবর্গে ৩য়া'-র মধ্যে পার্থক্য।

উদাহরণ ঃ— (১) কালবাচক ঃ— অহ্না অনুবাকঃ অধীতঃ। অর্থাৎ একদিনের মধ্যেই 'অনুবাক' অর্থাৎ বৈদিক সূক্তসমষ্টি পঠিত হইয়াছে এবং **সমাপ্তও** হইয়াছে। [কতকগুলি মন্ত্র লইয়া **'সূক্ত'**, কতকগুলি সূক্ত লইয়া **'অর্থবাক'** হয়।]

(২) **অধ্ববাচক ঃ— ক্রোশেন** অনুবাকঃ অধীতঃ। চলিতে চলিতে এককোশের মধ্যেই সূক্তগুলি পঠিত হইয়া **সমাপ্ত** হইয়াছে। 'অপবর্গ' না বুঝাইলে ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া হয়। যথা, মাসমধীতঃ গ্রন্থঃ। গ্রন্থটি একমাস ধরিয়া পঠিত হইয়াছে, কিন্তু 'নায়াতঃ' (ন সমাপ্তঃ) অর্থাৎ সমাপ্ত হয় নাই। **'মাসেনাধীতঃ'** বলিলে শুধু 'পাঠ' নয় 'সমাপ্তি'-ও বুঝাইত।

❑ ৫৬৪। সহযুক্তেঽপ্রধানে ২।৩।১৯।।

• **দী**। সহার্থেন যুক্তে অপ্রধানে তৃতীয়া স্যাৎ। পুত্রেণ সহ আগতঃ পিতা। এবং সাকং সার্ধং সমং যোগেঽপি। বিনাপি তদ্‌যোগং তৃতীয়া—'বৃদ্ধো যূনা—' (৯৩১—১।২।৬৫) ইত্যাদি নির্দেশাৎ।

• **অনুবাদ**। 'সহার্থক' শব্দের যোগে 'অপ্রধানে' তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, **পুত্রেণ** সহ ইত্যাদি। 'এবং' অর্থাৎ এইরূপ 'সাকং', 'সার্ধং' ও 'সমং' শব্দের যোগেও ৩য়া হয়। 'বৃদ্ধো **যূনা**'— এই সূত্রে পাণিনির নির্দেশ হেতু 'সহ' বা সহার্থক শব্দের সহিত যোগ না থাকিলেও ৩য়া হয়।

• **আলোচনা**। 'সহ' শব্দের যোগে 'অপ্রধানে' ৩য়া বিভক্তি হয়, ইহাই সূত্রটির আক্ষরিক অনুবাদ। কিন্তু শুধু 'সহ' নয়, সহার্থক যে কোন শব্দের যোগেই (যথা, সার্ধং, সমং, সাকম্ ইত্যাদি) তৃতীয়া দৃষ্ট হয়। অতএব দীক্ষিত 'লক্ষণা'বৃত্তি দ্বারা অর্থসম্প্রসারণ করিয়া 'সহ'-র 'সহার্থক' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রে অপ্রধান শব্দটি লইয়াই সমস্যা।

Scanned by TapScanner

বিদ্যা, বয়স, পারিবারিক সম্বন্ধ, ঐশ্বর্য, 'আভিজাত্য' সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতিতে যি
জ্যায়ান্ অথবা শ্রেয়ান্, তিনিই 'প্রধান', প্রধানত্ব বলিতে সাধারণত ইহাই বুঝায়। এ
সূত্রানুসারে প্রধানে নয়, **অপ্রধানেই ৩য়া হয়**। **যথা, পুত্রেণ** সহ পিতা আগতঃ। বয়সে
সম্বন্ধে 'পিতা' অপেক্ষা পুত্র ছোট, অতএব সে অপ্রধান, এবং সেইজন্যই 'পুত্রেণ' সহার্থে
৩য়া হইয়াছে। কিন্তু **পিত্রা** সহ পুত্র আগতঃ' এইরূপ প্রয়োগও ত দৃষ্ট হয় এবং তাহা
শব্দশাস্ত্রসম্মত। অতএব অপ্রধানত্ব এই সূত্রে **অর্থগত নয়, বাক্যগত**। শেষোক্ত উদাহরণে
'পিতা' অর্থগতভাবে প্রধান হইলেও বাক্যগতভাবে অপ্রধান। অর্থাৎ বাক্যে 'পিতারে
নয়, 'পুত্র'কেই কর্তৃপদরূপে প্রকাশ করিয়া 'প্রাধান্য' দেওয়া হইয়াছে। বক্তার
ইচ্ছানুসারেই বাক্যে প্রাধান্য প্রকাশিত হয়। বক্তা সহার্থক শব্দের যোগে যেখানেই ৩য়া
প্রয়োগ করিবেন, সেখানেই 'অপ্রাধান্য' বুঝিতে হইবে।

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আরেকটি সমস্যা আছে। সূত্রানুসারে **সহার্থক শব্দের প্রয়োগে**
তদ্‌যোগে ৩য়া হয় কিন্তু সহার্থক শব্দের **অ-প্রয়োগেও** সহার্থে ৩য়া দৃষ্ট হয়। **যথা**, পিতা
পুত্রেণ আগতঃ। এখানে সহার্থক শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও **'পুত্রেণ'** ৩য়া হইয়াছে।
কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? ইহারই উত্তরে দীক্ষিত বলেন— 'বিনাপি তদ্‌যোগং—'
ইত্যাদি। 'যোগ' শব্দের অর্থ এখানে **'প্রত্যক্ষ' সংযোগ**। অর্থাৎ সহার্থক শব্দের সংগে
প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকিলেও ৩য়া হইবে। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যে কোন সংযোগই
হউক না, 'সহার্থ' প্রকাশ পাইলেই তৃতীয়া হইবে। ইহাই সূত্রটির সারার্থ। কিন্তু সূত্রটির
মধ্যে ত' এইরূপ বিধান অথবা এইরূপ ব্যাখ্যার অনুকূল কোন দ্যোতনা নাই। তাহা নাই
সত্য, কিন্তু পাণিনি স্বয়ং অন্যত্র সহার্থক শব্দের উল্লেখ না করিয়া সহার্থে ৩য়া প্রয়োগ
করিয়াছেন। **(বৃদ্ধো যূনা তল্লক্ষণশ্চেদেব বিশেষঃ)** এই 'একশেষ'-বিধায়ক সূত্রে 'যূনা'
সহার্থে ৩য়া হইয়াছে, অথচ সহার্থক শব্দের কোন উল্লেখ নাই। অতএব এই সূত্রটি এই
বিষয়ে পাণিনির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছে, এবং **এই 'জ্ঞাপক সূত্রের বলেই** দীক্ষিত
উক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্রে শব্দ সংক্ষেপের জন্যই অনেক সময় অনেক বিষয়ে
পাণিনির স্পষ্ট বিধান দৃষ্ট হয় না, তদুপরি সূত্রকার সূত্রের উদাহরণ না দেওয়ায়, সূত্রের
ব্যাখ্যায় পাণিনির অভিপ্রায় নির্ধারণ করা আরও শক্ত হইয়া পড়ে। সেইজন্য 'বৃত্তি'কার

Scanned by TapScanner

ও 'ভাষ্য'কারগণ অন্য সূত্র হইতে বিশেষ অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিয়া সূত্রকারের অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটন করেন। যে-সব সূত্র হইতে এই অভিপ্রায় অভিব্যক্ত হয়, তাহাদিগকে 'জ্ঞাপক' সূত্র বলা হয়। অতএব অতি সংক্ষিপ্ত এই সূত্রটি সম্বন্ধে তিনটি বিষয় সতত স্মরণীয় ঃ—

(১) 'সহ'-র অর্থ 'সহার্থক' শব্দ।

(২) 'অপ্রাধান্য' অর্থগত নয়, বাক্যগত।

(৩) 'যোগ' বলিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়বিধ যোগই বুঝায়। অর্থাৎ সহার্থক শব্দ উল্লিখিত অথবা 'ঊহ্য' যাহাই হউক, তদ্‌যোগে ৩য়া হইবে।

❑ ৫৬৫। যেনাংগবিকারঃ ২। ৩। ২০।।

• **দী**। যেনাংগেন বিকৃতেন অংগিনো বিকারো লক্ষ্যতে ততস্তৃতীয়া স্যাৎ। অক্ষ্না কাণঃ। অক্ষিসম্বন্ধিকাণত্ববিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। অংগবিকারঃ কিম্? অক্ষি কাণমস্য।

• **অনুবাদ**। যে অংগ বিকৃত হইলে অংগীর বিকৃতি লক্ষিত হয়, সেই অংগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, (বালকঃ) **অক্ষ্না** কাণঃ। (বালকটি) অক্ষিবিষয়ে অন্ধত্ববিশিষ্ট, ইহাই বাক্যার্থ। অংগীর বিকার বলা হইল কেন? অংগীর বিকৃতি প্রকাশ না পাইলে বিকৃতাংগে ৩য়া হয় না। যথা, **অক্ষি** কাণমস্য (ইহার চক্ষু অন্ধ)।

• **আলোচনা**। সূত্রে 'অংগ' শব্দের অর্থ 'অংগী' (অংগ + অর্শ-আদিভ্যোঽচ)। 'অংগবিকার' শব্দের সান্নিধ্যে থাকায় 'যেন' শব্দের অর্থ হইবে 'যেন বিকৃতাংগেন' অর্থাৎ **বিকৃতাংগই** 'যেন' শব্দের লক্ষ্য। সূত্রার্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে। বাক্যে অংগীর বিকার প্রকাশ পাইলেই বিকৃতাংগে ৩য়া হইবে, নচেৎ নহে। **যথা**, বালকঃ অক্ষ্না কাণঃ (বালকটি একটি চক্ষুতে অন্ধ)। 'বালক' এখানে 'অক্ষি'রূপ অংগবিশিষ্ট, অতএব **অংগী**, 'অক্ষি' তাহার **অংগ**। 'অক্ষি' যেহেতু অন্ধ, অতএব উহা বিকৃত। বাক্যে 'কাণ' শব্দটি 'বালকের' বিশেষণ হওয়ায় অংগীর বিকলাংগতা অর্থাৎ বালকটি যে অক্ষিবিষয়ে কাণত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ অন্ধ তাহা স্পষ্টত প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং তজ্জন্যই বিকৃতাংগ